সেসব স্থলে কিছু সংশয় দেখা দেয়। যেমন—

দুর্লভ এ । ধরণীর ॥ লেশতম । স্থান,
দুর্লভ এ । জগতের ॥ ব্যর্থতম । প্রাণ ।

—চৈতালি, দুর্লভ জন্ম

চঞ্চল । মৌমাছি ॥ গুঞ্জরি । গায়,
বেণুবনে । মর্মরে ॥ দক্ষিণ । বায় ।

—চিত্রবিচিত্র, ফাল্গুন

এই দুটি রচনা প্রকৃতিতে ভিন্ন হলেও আকৃতিতে অভিন্ন। দুটিরই পর্বযতি নির্ণয়ে কোনো অসুবিধা নেই। ফলে প্রস্বর নির্ণয়েও সংশয়ের অবকাশ নেই। তাই চিহ্ন-যোগে প্রস্বর দেখানো হয়নি, উহ্য রাখা হয়েছে। কিন্তু নিম্নলিখিত দুটি দৃষ্টান্তেই পর্বযতি স্থাপনে সংশয় দেখা দেয়।—

লজ্‌জা দিয়ে | সজ্‌জা দিয়ে || দিয়ে আব | -রণ,
তোমারে দুর্ : লভ করি || করেছে গো : পন।
পড়েছে তো : মার পরে || প্রদীপ্ত বা : সনা,
অর্ধেক মা : নবী তুমি || অর্ধেক কল্ : পনা।

—চৈতালি, মানসী

ধীরে ধীরে | শর্বরী || হয় অব | -সান,
উঠিল বি : হঙ্গের || প্রত্যুষ | -গান।
বনচূড়া | রঞ্জিল || স্বর্ণ লে : খায়
পূর্বাদি : গন্তের || প্রান্ত রে : খায়।

—চিত্রবিচিত্র, উৎসব

এই দুটি দৃষ্টান্তও প্রকৃতিতে যথাক্রমে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্ত-দুটির অনুরূপ। পার্থক্য শুধু এই যে, কবির প্রয়োজনমতো স্থলে-স্থলে পর্বযতি লোপ করা হয়েছে—(:) এই **ত্রিবিন্দু-দণ্ড** চিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট। যেসব স্থলে এরূপ পর্বযতির লোপ ঘটেছে, সেসব স্থলে ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ রক্ষার প্রয়োজনে আমাদের রসনা পর্বযতির স্বাভাবিক অবস্থানকে লঙ্ঘন করে স্বতঃই একটানা অগ্রসর হয়ে চলে। ধ্বনির এ-রকম অবিচ্ছিন্ন গতির ফলে ছন্দতরঙ্গের একঘেয়েমি দূর হয়ে বেশ একটু অভিনবত্বও দেখা দেয়। কবির ভাবপ্রকাশের সুযোগও প্রশস্ততর হয়। মনে রাখা দরকার যে, এই লঘুযতি বা পর্বযতি লোপের ফলে তার পরবর্তী পর্বপ্রস্বরটিও লুপ্ত হয়, আর ওই লুপ্ত যতির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্বদুটি একত্র সংলগ্ন হয়ে গিয়ে একটি **যুক্তপর্বক পদ** উৎপন্ন হয়। উপরের দৃষ্টান্ত দুটির 'পড়েছে তোমার পরে', 'উঠিল বিহঙ্গের' প্রভৃতি অংশকে বলা যায় 'যুক্তপর্বক পূর্ণপদ' আর 'প্রদীপ্ত বাসনা', 'স্বর্গালেখায়' প্রভৃতি অংশকে বলা যায় 'যুক্তপর্বক অপূর্ণপদ'। 'পড়েছে তোমার পরে', 'প্রদীপ্ত বাসনা' প্রভৃতি অংশকে পূর্ণ বা অপূর্ণ 'পর্ব' বলে গণ্য না করাই সমীচীন।

বলা প্রয়োজন যে, সব রকমের ছন্দেই পর্বযতির লোপ ঘটানো হয় না। ও-রকম লোপের ফলে ছন্দে গতিবৈচিত্র্য উৎপন্ন না হয়ে অনেক সময় তালভঙ্গ

Scanned by CamScanner

ঘটার আশঙ্কা দেখা দেয়। যেমন—

একদা তুমি | অঙ্গ ধরি | ফিরিতে নব | ভুবনে,
মরি মরি অ : নঙ্গদেব | -তা।
কুসুমরথে | মকরকেতু | উড়িত মধু | -পবনে,
পথিকবধূ | চরণে প্রণ | -তা।

—কল্পনা, মদনভস্মের পূর্বে

দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম পর্বযতিলোপের ফলে আবৃত্তির সময়ে একটু খটকা লাগে। তাই এইজাতীয় পর্বযতিলোপের দৃষ্টান্ত বড় দেখা যায় না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রের শেষে পর্বযতি-দুটিকেও লুপ্ত করা যায় অর্থাৎ 'দেবতা' ও 'প্রণতা' এই শব্দ দুটিকে অবিচ্ছিন্নরূপে উচ্চারণ করা যায়। তাতে বিশেষ খটকা লাগে না, আর উচ্চারণের স্বাভাবিকতাও বজায় থাকে। এ-রকম যতিলোপের দৃষ্টান্তও বেশি পাওয়া যায় না।

৪। **উপযতি লোপ**—সব রীতির ছন্দেই অবস্থাবিশেষে উপযতিও লুপ্ত হয়। উপযতি লোপের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। দৃষ্টান্ত দিলেই সহজে বোঝা যাবে।—

চিত্র : গুপ্ত | হেসে : বলে | বড় : শক্ত | বুঝা,
যারে : বলে | ভালো : বাসা। তারে : বলে। পূজা।

—চৈতালি, পুণ্যের হিসাব

এই দৃষ্টান্তে প্রত্যেক পর্বেই উপযতিবিভাগ সুস্পষ্ট। কোনো উপযতিই লুপ্ত হয়নি। আর নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত-তিনটিতে যে মাঝে-মাঝে উপযতি লুপ্ত হয়েছে তা বোঝা ও কঠিন নয়। উপযতি-লোপের চিহ্ন (০) শূন্য।

১। সব : আশা। মিটা ০ ইতে। পারি ০ স্ নে। হায়,
তা ব ০ লে কি। ছেড়ে : যাব। তোর : তপ্ত। বুক ?

—সোনার তরী, অক্ষমা

যা পা ০ ই্ নি। তাও : থাক্। যা পে ০ য়ে ছি। তাও,
তুচ্ছ : বলে। যা চা ০ ই্ নি। তাই্ : মোরে। দাও।

—চৈতালি, দুর্লভ জন্ম

২। দুঃখ : সহার। তপস্ : স্যাতেই। হোক্ বা ০ ঙালির। জয়,
ভয়কে : যারা। মানে : তারাই। জাগিয়ে : রাখে। ভয়।
মুত্যু ০ কে যে। এড়িয়ে : চলে। মৃত্যু : তারেই। টানে,
মত্যু : যারা। বু ক পে ০ তে লয়। বাঁচতে : তারাই। জানে।

—পূরবী, চিঠি

৩। তুলি মে ০ ঘ-ভার। আকাশ : তোমার। করেছ : সুনীল। -বরণী
শিশির : ছিটায়ে। করেছ : শীতল। তোমার : শ্যামল। ধরণী
স্থলে জ ০ লে আর। গগনে : গগনে
বাঁশি বা ০ জে যেন। মধুর : লগনে,
আসে দ ০ লে দলে। তব দ্বা ০র -তলে। দিশি দি ০ শি হতে ; তরণী:
আকাশ : করেছ। সুনীল : অমল,। স্নিগ্ধ : শীতল। ধরণী।

—কল্পনা, শরৎ

Scanned by CamScanner